দৈনিক ইনকিলাব
07 SEP 1998

বিজ্ঞান শিক্ষার অধঃগতি

মোঃ মোজাম্মেল হক

... এ চির সত্য কথাটি আমাদের শিক্ষা কাঠামো নিয়ন্ত্রণকারী বিশেষজ্ঞগণ বেমালুম ভুলে গিয়েছেন।

১৯৬৩ সালের দিকে আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক করটিয়া সা'দত কলেজ হতে স্থানীয় বিএসসি পরীক্ষার্থী জোর করে নিয়ে এসে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতেন। এঁরাও পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষা অথবা ভাল চাকরি নিয়ে চলে যেতেন। পুনরায় বিএসসি পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুল বিএসসি শিক্ষক শূন্য থাকত। বর্তমানেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঐ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণ দেখা দিয়েছে। সরকারী দেবেন্দ্র কলেজে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে ১০-১২ জন নিয়মিত ক্লাস করে। এ বছরের ফেল করা পরীক্ষার্থীসহ আগামীতে সম্ভবত ৪০ জন পরীক্ষা দেবে। যদি ৩৩% পাস করে তবে ১৩-১৪ জন বিএসসি পাস করবে। মানিকগঞ্জ জেলাতে অন্য কোন কলেজে বিএসসি শ্রেণী নেই। বিএসসি পাস জনবল ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে কলেজ (ডেমনস্ট্রেটর), মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, ওষুধ প্রস্তুত ও বন্টন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং আরও বিবিধ প্রতিষ্ঠান। এতেই বুঝা যায়, আগামীতে বিএসসি পাস করা লোকবল হারিকেন জ্বালিয়ে খোঁজ করতে হবে।

কেন এমনটি হল/ হচ্ছে? যে দেশের নীতি-নির্ধারকরা এক লিটার পানি ও এক লিটার পারদের ওজন সমান (যেহেতু আয়তন সমান) মনে করেন সে দেশে এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমাদের সময়ে বিএসসিতে মোট নম্বর ছিল ৯০০। তখন বিএ/ বিকম-এ মোট নম্বর ছিল ১০০০। বিএতে বাংলায় অতিরিক্ত ১০০ এবং বিকম-এ বিসিওপিতে অতিরিক্ত ১০০ নম্বর ছিল। অর্থাৎ তখন বিএ ও বিকম-এ মোট নম্বর ছিল ১০০০। বর্তমানে বিএ ও বিকম-এ ইংরেজী ১০০ নম্বরের আরও এক পেপার ঢুকান হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে বিএ ও বিকম-এ মোট নম্বর দাঁড়িয়েছে ১১০০। যেহেতু ডিগ্রী শ্রেণী বিএ/ বিকম-এর ছাত্রদের জন্য ১১০০ নম্বর আর বিএসসি-এর জন্য ৯০০ নম্বর এ কেমন কথা? উভয়ই স্নাতক ডিগ্রী তাই নম্বরও সমান হতে হবে। তাই ইংরেজী ও বাংলা ঢুকান হল বিএসসিতে। নম্বর হল সমান (যেহেতু আয়তন সমান, তাই ওজনও সমান) আর ধ্বংসের হল ষোলকলা পূর্ণ।

গুণিজনরা কি একবারও চিন্তা করেছেন বিজ্ঞানের একটি বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে যতটা সময় লাগে মানবিক/ বাণিজ্যের কোন বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে অতটা সময় ব্যয় হয় কি? জ্ঞানিজনরা যদি জ্ঞানপাপী না হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে মানবিক/ বাণিজ্যের কোন বিষয় হতে কমপক্ষে তিন/ চারগুণ বেশী সময় লাগে। বাজারে মানবিক ও বাণিজ্য বিষয়ে প্রচুর গাইড বই পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে কোন গাইড বই পাওয়া যায় কি? যায় না। কেন? কারণ বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের মূল বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা ভাজা ভাজা করে না পড়লে বিএসসি পাস করার কোন উপায়ই নেই।

প্রতিদিন তিন পিরিয়ড তাত্ত্বিক ক্লাস, তিন পিরিয়ড ব্যবহারিক ক্লাস তার পর যদি বাংলা ও ইংরেজী আর দুই পিরিয়ড চাপে তবে বিএসসি পড়ার সাধ মিটে যাবে না কি? সাত পিরিয়ড ক্লাস করার পর বাড়ী ফিরে ব্যবহারিক খাতা প্রস্তুত করতে দুই তিন ঘন্টা সময় লেগে যাবে—এর পর তত্ত্বীয় বিষয়ের প্রস্তুতির সময় কই?

কত জুলুম চলে আসছে বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপর কেউ খবর রাখেন কি? বাণিজ্য/ মানবিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের প্রতি তিন ঘন্টার তত্ত্বীয় পরীক্ষার জন্য নম্বর বরাদ্দ ১০০। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ গড়ে ৬৬ নম্বর।

যদি আয়তন সমান হলে ওজন সমান হয় (আমাদের গুণিজনদের বিবেচনায়) তবে সমান সময়ের জন্য পরীক্ষায় সমান নম্বর বরাদ্দ নয় কেন? ৬/৭ ঘন্টার ব্যবহারিক পীরক্ষা—ঐ অনুপাতে কত নম্বর বরাদ্দ হওয়া উচিত? নিশ্চয় কমপক্ষে ২০০ নম্বর। কিন্তু বরাদ্দ কত গুণিজনরা জানেন কি? মাত্র ১০০ নম্বর। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই যদি শুধু নম্বরের সমতা আনতে চান, তবে মনটাকে উদার করে প্রথমে ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত করুন। এতে দেখবেন বাংলা, ইংরেজী ছাড়াই বিএসসির ছাত্রদের নম্বর দাঁড়াবে (তাত্ত্বিক ৯০০ + ব্যবহারিক ৬০০ = ১৫০০)। এর পরও কি গুণিজনদের মাথা হতে নম্বর, সমতা আনয়নের ভূত দূর হবে না? বাচ্চারা খেতে না চাইলে অভিভাবকরা খাবারে টক বা আচার জাতীয় জিনিস যোগ করে মুখরোচক করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আমাদের শিক্ষা বিষয়ক অভিভাবকরা বিজ্ঞানের ছাত্রদের ঘাড়ে বাংলা ও ইংরেজী চাপিয়ে দিয়ে খাবারে কেরোসিন তেল ঢালার ভূমিকা পালন করলেন না-কি?

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বার বছর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের পরও যদি শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করতে পারে না—এতে ঘাটতি কোথায়—ছাত্রদের না পাঠ্যক্রমে? তাই এমনভাবে পাঠ্যক্রম বিন্যাস দরকার যাতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্তই বাংলা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন সম্ভব হয়। ইংরেজীর বেলাতেও তাই। প্রথমেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে আমরা ইংরেজী ভাষা/ ইংরেজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করব? ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন সবার জন্য আবশ্যক। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন সবার জন্য মোটেই আবশ্যক নয়। এই দৃষ্টিকোণ সামনে রেখে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ ঢেলে সাজান দরকার এবং ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানার্জনের নামে লক্ষ পরীক্ষার্থীর গলায় ব্যর্থতার মালা পরিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। জাতিকে যদি ইংরেজী বিষয়ে জ্ঞানী করা আবশ্যক থাকে, তবে ১০০ নম্বরে পাঠ্যক্রম কেন? ৩০০ নম্বরের তিন পত্র করা হোক এবং অন্য আর দশটি বিষয়ের মত মূল বিষয় করা হোক। যার সাধ্যে কুলায় সে ইংরেজী/ বাংলা বিষয় পড়ুক। এতে জাতি গণমুখী ফেলের কলঙ্ক হতে রক্ষা পাবে এবং কেউ কেউ ঐ বিষয়দ্বয়ে প্রকৃতই পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। এটা ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য অনতিবিলম্বে বিজ্ঞানের প্রতি তাত্ত্বিক পত্রের নম্বর ১০০ ও প্রতি ব্যবহারিক বিষয়ে নম্বর ২০০-তে নির্ধারণ করে বাংলা ও ইংরেজী পাঠ রহিত করা হোক। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনই আমাদের জাতীয় ধ্যান-ধারণা হোক। বাংলা, ইংরেজীর চাপে বিজ্ঞান বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের অন্তরায় দূর করা হোক।

—লেখক- সহকারী অধ্যাপক
রসায়ন বিভাগ, সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ।